দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13.12.79
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7

011

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি

কারিগরি শিক্ষা প্রদান ও কারিগরি শিক্ষকে উৎসাহিত করার জন্যে সরকার দেশে আরো ৩/৪টি কারিগরি মহাবিদ্যালয় চালু করতে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দেশে যে তিনটি কারিগরি মহাবিদ্যালয় (রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) চালু আছে, তার একটিতেও এবছর কোন ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে না। তাহলে যেখানে চালু কারিগরি মহাবিদ্যালয়গুলিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে নতুন করে আরো মহাবিদ্যালয় চালু করার কথা একটা শুভংকরের ফাঁকির মতো শোনায় না কি?

আরো মজার ব্যাপার হলো, গত বৎসর চট্টগ্রাম কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে ৩০৩ জন ছাত্রকে প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হয়েছিলো এবং কিছু ছাত্রকে ভর্তির জন্যে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়েছিলো। কিন্তু গত বৎসর প্রথম বর্ষে কোন পড়াশোনাই আরম্ভ হয়নি। এ বৎসর ২৬শে নবেম্বর থেকে পড়াশোনা শুরু হয়েছে। কিন্তু উক্ত ৩০৩ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২৫৭ জন ছাত্র ক্লাসে যোগ দিয়েছে। বাকীদের আসনগুলি খালি পড়ে আছে। যেসব অপেক্ষমান ছাত্র আজ এক বৎসর থেকে ভর্তির জন্যে অপেক্ষা করে আসছে এসব শূন্য আসনে তাদের ভর্তি করা হচ্ছে না —যদিও তাদের অনেকেই ভর্তির জন্যে আবেদন করেছে। প্রশ্ন হলো যে ৩০৩ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছিলো তাদের সবাই যদি ক্লাসে যোগদান করতো তাহলে কোন অজুহাতেই তাদের বাদ দেয়া যেতো কি? আমরা মনে করি তা যেতো না। সুতরাং কারিগরি শিক্ষার এই কান্তিলগ্নে যাতে অপেক্ষমান তালিকার ছাত্ররা বাকি আসনগুলিতে ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আমিরুল ইসলাম
২১৩, আরামবাগ, ঢাকা।